গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
উপক্রমণিকা	০৪
সেকশন ১কার্যাবলি :	০৫
সেকশন ২কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ,কার্যক্রম :	০৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	২২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী ,এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ	২৩
সংযোজনী ৩: অন্য দপ্তর সংস্থার নিকট/সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ	২৫

হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of Habiganj District Administration)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

জেলা প্রশাসন, হবিগঞ্জ বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে জেলার আইন-শৃংখলা রক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সর্বক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ জেলায় সামাজিক অপরাধসমূহ দমন ও নিয়ন্ত্রণে বিগত ০৩ বছরে ২,২০০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। সকল প্রকার পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদান করা হয়েছে। এ জেলায় বিগত ০৩ বছরে সায়রাতমহল ইজারা প্রদানের মাধ্যমে ১২,৭৩,৪৭,৪৭৭ টাকা সরকারী কোষাগারে রাজস্ব প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ১,১৫০ টি পরিবারকে পুণর্বাসন করা হয়েছে। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৬,০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি থাকায় সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে। সার্বক্ষনিক ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা না থাকায় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ই-নথি সিষ্টেম-এ জেলা ও উপজেলার সকল সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে কানেক্টিভিটি স্থাপিত না হওয়ায় এবং বিভিন্ন শাখার তথ্যসমূহের ডাটাবেইজ না থাকায় অনলাইনভিত্তিক নথি কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে। এছাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে ব্যবহারযোগ্য ভৌত অবকাঠামো ও জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। যার ফলে ভূমি বিষয়ক সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনসাধারণকে সহজে, কমসময়ে ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সেবা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে (ক)ই-নথি সিষ্টেম-এ এর মাধ্যমে নথি কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করা; (খ)দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডাটাবেইজ তৈরী করা; (গ) সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম শতভাগ চালু করণের নিমিত্ত মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা; (ঘ) One Stop Service চালু করার মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে অধিকতর সহজ ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলা; (ঙ)সফটওয়্যার ব্যবহার করে নামজারি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর দাবী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- প্রায় ১৪ হাজার অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি নেওয়া হবে।
- সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের প্রায় ৬৫,০০০ চারা বিতরণ করা হবে।
- বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫০ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে
- ভূমি উন্নয়ন কর খাত হতে মোট ৬.৬৭ কোটি টাকা আদায় করা হবে;
- সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় ৫৫ টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে
- নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে জেলায় ইনোভেশন সার্কেলের ৪ টি সভার আয়োজন করা হবে;
- মোবাইল কোর্টকে কার্যকর এবং সংখ্যায় প্রায় ৮৭৫ এ উন্নীত করা হবে।